প্রতিবেদনযোগ্য

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট

ফৌজদারি আপীল অধিকারক্ষেত্র

ফৌজদারি আপিল নং ৬০৯/২০১৫

ইন্দ্রজিৎ দাস .... আবেদনকারী

বনাম

ত্রিপুরা রাজ্য .... প্রতিবাদী

রায়

বিচারপতি: বিক্রম নাথ মহোদয়

১.আবেদনকারী ৯ই অক্টোবর ২০১৩ তারিখের ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় ও আদেশের শুদ্ধতাকে আপত্তি জানিয়েছেন, যেখানে আবেদনকারীর আপীল খারিজ করে ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির[১] ৩০২/৩৪ ধারা ও ২০১ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে, যার ফলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং তৎ সম্বন্ধীয় সংশ্লিষ্ট সাজাগুলি একই সঙ্গে চলবে।

২. বাদীপক্ষের বিবরণ শুরু হয় জনৈক মন্টু দাসের (সরকারি সাক্ষী নং-৪০) একটি টেলিফোন বার্তা থেকে, যেখানে তিনি কৈলাসহর থানায় জানান যে শান্তিপুরের কাছে কৈলাসহর-কুমারঘাট রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে রক্ত দেখা গেছে। উক্ত টেলিফোন বার্তাটি বিন্দু ভূষণ দাস (সরকারি সাক্ষী নং-১) গ্রহণ করেন, এরপর জি ডি রেজিস্টারে যথাযথভাবে নথিভুক্ত করার পর, তিনি এবং সাব-ইন্সপেক্টর কাজল রুদ্রপাল উক্ত স্থানের দিকে অগ্রসর হন।

১. সংক্ষেপে 'আইপিসি'

৩. ঘটনাস্থলে ১ নং সরকারি সাক্ষী রাস্তার পাশে শুধুমাত্র রক্তই লক্ষ্য করেননি, এমনকি রক্তমাখা ভোজালি (বড় ছুরি), একটি তাগা (সুতা) এবং কিছু ভাঙা কাচের টুকরো যা মোটর সাইকেলের আয়না (পিছনের দিক দেখার জন্য ব্যবরিত) বলে বলা যেতে পারে এগুলি পায়। এই সমস্ত সামগ্রীগুলিকে বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং সিল করে উদ্ধার সংক্রান্ত মেমো তৈরী করা হয়। আরও তদন্ত করার পর কিছু দৃশ্যমান চিহ্ন পাওয়া যায় যা থেকে বোঝা যায় যে রাস্তার পাশে জঙ্গলে কিছু ভারী জিনিস টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই চিহ্নগুলি মনু নদী পর্যন্ত যায় এবং পরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

৪. তদন্ত চলাকালীন অর্জুন দাসের (সরকারি সাক্ষী নং -৭) কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে যে তার ভাতিজা কৌশিক সরকার পূর্ব সন্ধ্যা অর্থাৎ ১৯.০৬.২০০৭ তারিখ থেকে নিখোঁজ রয়েছে। উক্ত তথ্যের মাধ্যমে এই মর্মে জানা যায় যে গত সন্ধ্যায় কৌশিক সরকার বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, কিন্তু বাড়ি ফেরেনি। তদন্তকারী অফিসার মোহনপুর গ্রামে কৌশিক সরকারের বাড়িতে এসে তার মায়ের (সরকারি সাক্ষী নং-২৫) বয়ান নথিভুক্ত করেন। তিনি জানান যে কৌশিক সরকার তার দুই বন্ধু ইন্দ্রজিৎ দাস (আবেদনকারী) এবং একজন নাবালককে ('কে') নিয়ে বেরিয়েছিল। উভয় ব্যক্তিকেই থানায় ডেকে পাঠানো হলেও তারা উপস্থিত হয়নি। এরপর তদন্তকারী আধিকারিক আবেদনকারীর বাড়িতে যান।

৫. তদন্তকারী আধিকারিকের মতে, উভয় আসামী তার কাছে স্বীকার করেছেন যে তারা মৃত কৌশিক সরকারের বাইকে করে ফটিকরায় ও কাঞ্চনবাড়ি এলাকায় গিয়েছিল। যাওয়ার পথে তারা এক বোতল মদ কিনে বাবুল দাসের সঙ্গে পান করে। তারপর তারা কৈলাশহরের দিকে রওনা হয়। তারা শান্তিপুরে প্রাকৃতিক কাজের জন্য নেমে যায়। ঐ মুহূর্তে কৌশিক মোটর সাইকেলে বসেছিল। সেই সময়, উভয় আসামী কৌশিক সরকারকে ভোজালি দিয়ে আক্রমণ করে। তারা হেলমেট, ব্যাগ এবং দুটি ভোজালি পাশের জঙ্গলে ফেলে মৃতদেহ ও মোটর সাইকেলটিকে টেনে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী নদীতে ফেলে দেয়। তারপর তারা নদীর ওপারে সাঁতার কেটে আবেদনকারীর বাড়িতে যায় এবং তাদের রক্তমাখা জামাকাপড়গুলি পুড়ে দেয়।

৬. জুভিনাইল জাস্টিস (শিশুদের পরিচর্যা ও সুরক্ষা) আইন, ২০০০-এর আওতায় অভিযুক্ত 'নাবালকের (কে)' বিচার করা হয়। বর্তমান আবেদনকারীর বিচার করা হয়

নিয়মিত দায়রা আদালতে। অভিযোগ গঠন ও পাঠ করার পর সে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করে এবং এর বিচার চায়।

৭. সরকার পক্ষ ৪০ জনের মতো সাক্ষীর বক্তব্য নথিভুক্ত করে এবং দলিল সংক্রান্ত বিষয়াদি উপস্থাপিত করে যেগুলি প্রমানের ভিত্তিতে গৃহীত ও প্রদর্শিত হয়েছে। ট্রায়াল কোর্ট ১৯-০৪-২০১১ তারিখের প্রদত্ত রায় অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রসিকিউশন যুক্তিসঙ্গত এবং সন্দেহাতীতভাবেই আবেদনকারীর অপরাধ সম্পূর্ণভাবে প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে এবং তদনুসারে তাকে তার অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং পূর্বে উল্লিখিত অপরাধের ধারা অনুযায়ী সাজা প্রদান করে।

৮. আবেদনকারী হাইকোর্টে আপিল করেন, যা পরে হাইকোর্টে খারিজ হয়ে যায়, কারণ হাইকোর্টও মনে করে যে সরকার পক্ষ যুক্তিসঙ্গতভাবেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠে অভিযোগ প্রমাণ করতে সফল হয়েছে।

৯. আমরা পক্ষগুলির অভিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি এবং রেকর্ডে থাকা বস্তুগত প্রমাণ পর্যালোচনা করেছি।

১০. বর্তমান মামলাটি পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড়ানো একটি মামলা, কারণ কেউই অপরাধের ঘটনা দেখেনি।পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যপ্রমাণের ক্ষেত্রে আইন সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রধান মামলাটি হল **শারদ বীরধীচান্দ সারদা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য**[২]। যা অনুসারে, পরিস্থিতি অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট প্রবণতার হওয়া উচিত, যা নির্ভুলভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের দিকে নির্দেশ করে; যে সমস্ত পরিস্থিতি একত্রে গ্রহণ করা হবে তার শৃঙ্খল এতটাই সম্পূর্ণ হওয়া উচিত যে, তা থেকে একটি অনিবার্য্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে সমস্ত লৌকিক সম্ভাবনার মধ্যে অপরাধ অভিযুক্তের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল এবং তারা অভিযুক্তের অপরাধ এবং তার নির্দোষতার সাথে অসামঞ্জস্যতা ব্যতীত অন্য কোনও অনুমানের ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম হবে। এই আদালত উপরিউল্লিখিত **শারদ বীরধীচান্দ সরদা** মামলার উল্লিখিত নীতিটি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করেছে।

২ ১৯৮৪ (৪) এস সি সি ১১৬

সাম্প্রতিককালের **<u>শৈলেন্দ্র রাজদেব পাসওয়ান এবং অন্যান্য বনাম গুজরাট রাজ্য ইত্যাদি</u>**[৩] **<u>মামলায়</u>**, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে, আইন দুই রকমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। প্রথমত, অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতির শৃঙ্খলে প্রতিটি যোগসূত্র যুক্তিসঙ্গত ও সন্দেহাতীত ভাবে প্রসিকিউশন দ্বারা প্রমান করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, সমস্ত পরিস্থিতি কেবলমাত্র অভিযুক্তের অপরাধের দিকে নির্দেশ করে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অন্যান্য রায়ের উল্লেখ করে আমাদের এই রায়ের কলেবর বাড়ানোর প্রয়োজন নেই কারণ উপরোক্ত নীতিগুলি এই আদালত বারবার অনুসরণ করেছে এবং অনুমোদন করেছে।

১১. প্রতিষ্ঠিত আইনি পরিসরের উপরোক্ত পটভূমিতে আমরা বর্তমান মামলার তথ্য, পরিস্থিতি এবং প্রমাণ নিয়ে কাজ করি এবং পরিস্থিতির শৃঙ্খলের প্রতিটি যোগসূত্র প্রসিকিউশন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমানিত কিনা তা খুঁজে বের করি।

১২. পরিস্থিতির শৃঙ্খলের মূল যোগসূত্রগুলি উদ্দেশ্য দিয়ে শুরু হয়, তারপরে দেখা হয় শেষ দেখা তত্ত্ব, উদ্ধারকাজ, চিকিৎসা প্রমাণ, বিশেষজ্ঞদের মতামত, কোনও অতিরিক্ত যোগসূত্র যদি থাকে যা কিনা পরিস্থিতির শৃঙ্খলের অংশ হতে পারে।

১৩. প্রথমত যাইহোক,আমরা রেকর্ড করতে পারি যে, প্রসিকিউশন কোন উদ্দেশ্য দেখাতে পারেনি কেন আপীলকারী এবং সঙ্গীয় -অভিযুক্ত নাবালক 'কে'- উক্ত অপরাধ করবে। এমনকি ট্রায়াল কোর্ট এবং উচ্চ আদালতও প্রমাণের অভাবে অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনও তথ্য নথিভুক্ত করতে পারেনি।

১৪. উচ্চ আদালত তার রায়ের ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে একক ভাবে উদ্দেশ্যর দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছিল, যার পর্যবেক্ষণে কোন উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা গেছে বলে প্রতিফলিত হয় না, যে নাবালক এই অপরাধের পিছনে মূল পরিকল্পনাকারী ছিল এবং সে আঘাত করার অস্ত্রটি কিনেছিল। এটি, যথাযথই কোন উদ্দেশ্য গঠন করবে না।

৩ এ.আই.আর ২০২০ এসসিসি ১৮০

১৫. পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্যর ভূমিকা থাকতে পারে তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের চেয়ে পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে এটি অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে। এটি পরিস্থিতির শৃঙ্খলে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যর গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিত দুটি রায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে :

(১) কুনা ওরফে সঞ্জয়া বেহেরা বনাম ওড়িশা রাজ্য,[৪]; এবং (২) রঙ্গনায়াকি বনাম রাজ্য, ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ,[৫].

১৬. এখানে, বর্তমান মামলায়, মৃত দেহ উদ্ধার করা যায়নি। শুধুমাত্র একটি অঙ্গই উদ্ধার করা হয়েছে কিন্তু অঙ্গটি যে মৃত কৌশিক সরকারেরই তা নিশ্চিত করার জন্য কোন ডি.এন.এ পরীক্ষা করা হয়নি। সুতরাং, কৌশিক সরকার মারা গেছেন এই অনুমানের ভিত্তিতে প্রসিকিউশনের পুরো মামলাটি এগিয়ে চলেছে। কর্পাস ডেলিক্টির নীতিতে উভয় পক্ষের বরাবরেই রায় রয়েছে যে কর্পাস অর্থাৎ মৃত দেহ পুনরুদ্ধারের অনুপস্থিতিতে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে এবং অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কর্পাস অর্থাৎ মৃত দেহ পুনরুদ্ধারের অনুপস্থিতিতে কোনও সাজা নথিভুক্ত করা যাবে না। পরবর্তী দৃষ্টিকোণের কারণ হল, যদি পরবর্তীকালে এই কর্পাস অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি জীবিত হিসেবে প্রতীয়মান হয়, তা হলে এটা হতে পারে যে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়া হয়েছে এবং কোনও অপরাধ না করেও সে কারাদন্ড ভোগ করেছে। আমরা এ বিষয়ে আইনের বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। যাইহোক, আমরা এই বিষয়টি সবেমাত্র লিপিবদ্ধ করেছি এবং পরিস্থিতির শৃঙ্খলের অন্যান্য যোগসূত্রগুলি বিবেচনা করার সময় এর কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা বা প্রভাব থাকতে পারে।

১৭. আমরা এখন শেষ দেখা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছি। সকালে অর্জুন দাস (সরকারি সাক্ষী নং-৭) কর্তৃক থানায় দেওয়া প্রাথমিক তথ্যে কোনও উল্লেখ নেই যে কৌশিক আবেদনকারী এবং 'নাবালক (কে)' সহ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

৪. (২০১৮) ১ এসসিসি ২৯৬

৫. (২০০৪) ১২ এসসিসি ৫২১

অর্জুন দাস (সরকারি সাক্ষী নং-৭) শুধু বলেছেন যে তার ভাতিজা কৌশিক সন্ধ্যায় মোটর সাইকেলে করে চলে গিয়েছিল এবং আর ফিরে আসেনি।যদিও ট্রায়াল কোর্টে তার বয়ানে তিনি বলেছিলেন যে কৌশিক আবেদনকারী এবং 'নাবালক (কে)' -এর সাথে গিয়েছিল কিন্তু ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারার অধীনে লিপিবদ্ধ তার বয়ান এবং পুলিশ নথিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি যখন তার মোকাবিলায় আনা হয় তখন তার কাছে এর কোনও ব্যাখ্যা ছিল না।

১৮. সরকারি সাক্ষী নং-২৫ শেষ দেখা তত্ত্বের প্রধান সাক্ষী। তিনি কৌশিকের মা।তিনি জানিয়েছেন, ১৯.০৬.২০০৭ তারিখ, বিকেল ৫ টায়, যখন তিনি অফিস থেকে ফিরে আসেন, তখন তিনি কৌশিককে তার বাবার মোটর সাইকেল চালিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখেন। যখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে বলে যে সে আবেদনকারী এবং নাবালক 'কে' র সঙ্গে ফটিকরায় যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে তিনি তার ছেলেকে গেইট পর্যন্ত অনুসরণ করেন এবং দেখেন যে আবেদনকারী এবং নাবালক 'কে' গেইটে দাঁড়িয়ে আছে। এই সাক্ষীকে জেরা করার সময়, সি.আর.পি.সি-র ১৬১ নম্বর ধারার অধীনে যখন তাকে তার বয়ানের মোকাবিলায় আনা হয়, তখন জানা যায় যে এই ধরনের কোনও উক্তি তার বয়ানে নেই, যদিও তার মতে, তিনি তদন্তকারী আধিকারিককে বলেছিলেন যে তিনি আবেদনকারী এবং 'নাবালককে 'কে' তার গেইটে দেখেছেন।

১৯. সরকারি সাক্ষীগণ ছাড়াও আবেদনকারী এবং 'নাবালক-কে' র বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করেই আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। উভয়ের স্বীকারোক্তি মতে, আবেদনকারী ও 'নাবালক-কে' ফটিকরায় বাজারের কাছে একটি কালভার্টের উপর অপেক্ষা করছিল, যেখানে কৌশিক সরকার প্রায় সাড়ে পাঁচটার দিকে তার বাইকে এসেছিল। সেখান থেকে বাইকে চেপে বেরিয়ে পড়ে ঐ তিন যুবক। যাইহোক, সার্কিট হাউজের কাছে সে বাইক থামায় এবং দেখতে যায় তার মা অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছেন কি না।তারা দুজনেই সার্কিট হাউসের কাছে অপেক্ষা করছিল এবং কৌশিক সরকার বাড়ি যায় আবার সার্কিট হাউসে ফিরে আসে, যেখান থেকে তারা কুমারঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। যদি বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি মেনে নিতে হয়, তা হলে মায়ের (সরকারি সাক্ষী নং-২৫) দেওয়া শেষ দেখা তত্ত্বের বক্তব্যকে

বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। যাইহোক, আমরা যদি বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তিকে উপেক্ষা করি, ২৫ নং সরকারি সাক্ষীর উক্তিটি কেবল শেষ দেখা তত্বটি প্রমাণ করার ক্ষেত্রে একটি পরিবর্ধন বলে মনে হয়। যেমন থানায় রেকর্ড করা অর্জুন দাসের (পিডাব্লু-৭) টেলিফোন কলে, সন্ধ্যায় কৌশিককে আবেদনকারী এবং নাবালক 'কে' সাথে নিয়ে চলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয় নি, তেমনই সিআরপিসি ১৬১ ধারার অধীনে ৭ নং সরকারি সাক্ষীর এবং ২৫ নং সরকারি সাক্ষীর উক্তিতেও আবেদনকারী এবং নাবালক-'কে' - এর নাম উল্লেখ করা হয় নি যাদের সঙ্গে কৌশিককে তার বাসভবন থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে। শেষ দেখা তত্ত্বের সমর্থনে আরও দু 'জন সাক্ষীকে জেরা করা হয়েছিল তবে তারা কোনও বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারেনি।

২০. যত দূর উদ্ধার সংক্রান্ত বিষয়টি সম্পর্কিত তাও পরিস্থিতি শৃঙ্খলের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র, এবং দেখা যায় যে এই উদ্ধার কাজগুলি করা হয়েছে খোলা জায়গা থেকে। যে স্থানে রক্তের দাগ লক্ষ্য করা গেছে এবং ভোজালি উদ্ধার করা হয়েছে, সেখান থেকে নদীর তীর পর্যন্ত ভারী বস্তুর টেনে নিয়ে যাওয়া এবং তারপর নদীর তলদেশ থেকে মোটর সাইকেলটি উদ্ধার করা, সেখানে টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্নগুলি শেষ হয়ে গিয়েছিল, তা বেশ স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। এটি এমন কোনও জায়গা ছিল না যার সম্বন্ধে আবেদনকারীর সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকতে পারে।

২১. বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তিটি একটি দুর্বল প্রকৃতির প্রমাণ এবং বিশেষ করে যখন তা বিচারের সময় প্রত্যাহৃত হয়। এটিকে দৃঢ় করার জন্য এর পক্ষে জোরালো প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে এবং এটি অবশ্যই প্রমান করতে হবে যে এটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত এবং সত্য ছিল। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বহির্ভূত স্বীকারোক্তিকে সমর্থন করে এমন কোনও প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই নি, বরং একই সাথে প্রসিকিউশনের তরফে যে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, সেটিও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

২২. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দেখতে পেলাম যে পরিস্থিতির শৃঙ্খলের প্রধান যোগসূত্রগুলি প্রসিকিউশন সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যায়নি এবং তাই আবেদনকারী কে দোষী সাব্যস্ত করা অন্যায় হবে।আবেদনকারী দ্বিধাজনিত সুবিধা উপভোগ করার অধিকারী। সেই অনুসারে, আপিলটি মঞ্জুর করা হল এবং আবেদনকারীকে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত করা হল। আবেদনকারী বিচারবিভাগীয়

হেফাজতে রয়েছেন। যাই হোক, রাজ্য সরকার তার প্যারোল মঞ্জুর করে।তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে।

২৩. যদি কোন বিচারাধীন আবেদন থেকে থাকে, তা নিষ্পত্তি করা হল।

.... বিচারপতি [বি.আর. গাভাই]

.... বিচারপতি [বিক্রম নাথ]

নিউ দিল্লি।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।

DISCLAIMER

“The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation”